রাইসিনা সংলাপের দ্বিতীয় পর্ব, নয়াদিল্লি
(জানুয়ারি ১৭-১৯, ২০১৭)

মার্চ, ২০১৬-এ সফল রাইসিনা সংলাপের অনুসরণে, পররাষ্ট্রমন্ত্রক অবজারভার রিচার্স ফাউন্ডেশনের সঙ্গে অংশীদারিত্বে দ্বিতীয় পর্বের রাইসিনা সংলাপের আয়োজন করেছে নয়াদিল্লিতে ১৭-১৯ জানুয়ারি, ২০১৭। সংলাপের স্থল তাজ প্যালেস, চাণক্যপুরী, নয়াদিল্লি।

এই বছরে সংলাপের থিম— 'নতুন সাধারণ : বহু প্রান্তিকতার সঙ্গে জোটবন্ধন'। এই সংলাপ হল ভারতের বার্ষিক ফ্ল্যাগশিপ ভূ-রাজনৈতিক সম্মেলন এবং আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডারে বহু প্রতিক্ষিত সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটি বিশ্বজনিন সম্মেলন।

সংলপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার প্যানেল— শ্রী এম জে আকবর, ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী; শ্রী প্রকাশ শরণ মাহাত, নেপালের বিদেশমন্ত্রী; জনাব হামিদ কারজাই, আফগানিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট; জনাব কেভিন রুড, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ; এবং জনাব গওহর রিজভি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব জনাব আন্তোনিও গুটেরিজয়ের একটি ভিডিও বার্তা চালানো হবে উদ্বোধনী প্যানেলের আগে।

এছাড়াও ১৮-১৯ জানুয়ারি, ২০১৭ সংলাপের সময়কালে বেশ কিছু মন্ত্রী এবং বিশিষ্টদের বক্তব্য রাখার পরিকল্পনা আছে।

'থিম'এর বিষয় বক্তব্য রাখবেন বিদেশ সচিব ড. এস জয়শঙ্কর। বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সংলাপে বক্তব্য রাখবেন— জনাব বরিস জনসন, বিদেশ ও কমনওয়েলথ বিষয়ক রাষ্ট্রীয় সচিব, ব্রিটেন; ফিল্ড মার্শাল সারাথ ফনসেকার, আঞ্চলিক উন্নয়নমন্ত্রী, শ্রীলঙ্কা; জনাব স্টিফেন হার্পার, কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী; জনাব জ্যাক আডিবার্ট, ফরাসি প্রেসিডেন্টের কূটনৈতিক পরমার্শদাতা; জনাব শুনসুকে টাকেই, জাপানের বিদেশ বিষয়ক সংসদীয় উপমন্ত্রী; অ্যাডমিরাল হ্যারি বি. হ্যারিস জুনিয়র, কম্যান্ডার, প্যাসিফিক কম্যান্ড, এবং অ্যাডমিরাল মিশেল হাওয়ার্ড, কম্যান্ডার, মার্কিন নৌ-সেনা, ইউরোপ ও আফ্রিকা।

এছাড়াও ভারতীয় মন্ত্রী পরিষদের প্রবীণ মন্ত্রীরা সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন এবং সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয়— সমাপ্তির দিন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী এম জে আকবর এবং আফগানিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব হামিদ কারজাইয়ের মধ্যে ওয়ান-টু-ওয়ান বৈঠক।

দ্বিতীয় পর্বের এই সংলাপ বিশ্বজুড়ে এক বৃহত্তর উদ্যোগ। যেখানে প্রথম পর্বে জড়িত ছিলেন প্রায় ৪০টি দেশের ১২০ বিদেশি অংশগ্রহণকারী, সেখানে দ্বিতীয় পর্বে আশা করা হচ্ছে প্রায় ৬৫ টি দেশ এবং ২৫০ বেশি বিদেশি অংশগ্রহণকারী যোগ দেবেন। এর মধ্যে অধিকাংশই অংশ নেবেন বিভিন্ন প্যানেলের সদস্য হিসাবে, যার মধ্যে নির্দিষ্ট সীমাজুড়ে সমবর্তী উপ-থিমের উপর এবং থাকবেন রাজনৈতির নেতা, কূটনীতিক, সিনিয়র জেনারেল এবং অ্যাডমিরাল, স্ট্র্যাটেজিক বিশেষজ্ঞ এবং চিন্তাবিদরা।

নয়াদিল্লি

জানুয়ারি ১৪, ২০১৭